Deptt of Political Science
B.A. Sem.- II (Hons.)
Sub.- Political Science
Paper- CC-3 (Political Theory- Concepts and Debates)
Syllabus unit No. II (C) Egalitarianism.

Prepared by: P. Patra

Q: সমানাধিকারের জন্য সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

Ans: রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্য ধারণাটি দীর্ঘকাল ধরে বিবেচিত হয়ে আসছে। সাম্য ছাড়া কিছু খুশি-খুশির কারণে অসম্ভব। যদি বলা যায় যে, সমাজে যদি সাম্য না থাকে, তাহলে সকল ক্ষেত্রে সমান খুশি-খুশির ভেদাভেদ হবে, তাহলে সাম্য ছাড়া কিছু বলা পর্যন্ত খুশি-খুশির কিন্তু সমান খুশি-খুশির কথা বলেনা। বিভিন্ন ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলী বিকাশের জন্য নানা প্রকার খুশি-খুশির প্রয়োজন। সাম্য বলতে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলী বিকাশের জন্য খুশি-খুশির কোন প্রকার ভেদাভেদ না করে বা বিচার না করে দেওয়াকে বোঝায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, শ্রেণী ইত্যাদি পার্থক্যগুলি ব্যক্তির বিকাশের জন্য খুশি-খুশির ক্ষেত্রে নির্ধারণের ভূমিকা পালন করেনা। আবার ব্যক্তি সমাজ থেকে যে খুশি-খুশির পাচ্ছে, সেগুলির মধ্যে কতকগুলি খুশি-খুশির পার্থক্য। কিন্তু ব্যক্তির নিজস্ব পার্থক্য খুশি-খুশির বিলুপ্তি নাও হতে পারে। যেমন- আজ যাকে পার্থক্য খুশি-খুশির মনে করা হচ্ছে ভবিষ্যতে তা বিবেচিত নাও হতে পারে। সুতরাং পার্থক্য খুশি-খুশির ধারণাটি পরিবর্তনশীল। এই ভাবে সাম্য ধারণাটিকে নিয়ে নানা বিতর্কের অবতারণা হতে পারে। এর অবসান সম্ভবপর নয়।

সাম্য ধারণা সম্পর্কে সমাজে অসন্তোষ দূরীকরণের জন্য সমতাবাদ বা egalitarianism ধারণাটির উপর আলোকপাত করা বিশেষ প্রয়োজন। অধিকাংশের মতে সমতাবাদ মানে হচ্ছে, সকল মানুষ সমান ও সকলে সমান খুশি-খুশির ও সমানাধিকার

পারে। সমতাবাদ ভিন্নমতকে চরম সাজা দেওয়ার পক্ষে নিছক ভোট সংখ্যাধিক্য বলে মনে করে হয়, সংখ্যালঘু সমাজের ব্যবস্থাপনায় সমস্ত ব্যক্তি পর্যন্ত সুযোগ-সুবিধার দাবি করতেই পারে; কিন্তু সমতাবাদীরা বলেন যে, সকলকে সুযোগ সুবিধা ও অধিকার দিতে হবে, এই কারণে সমতাবাদকে চরম সাজা দেওয়ার পক্ষে নিছক সংখ্যাধিক্য বলে মনে করা হয়। সুতরাং সমতাবাদী ধারা প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ কাঠামোগত সকল ব্যক্তিকে সমান সুযোগ ও অধিকার অবশ্যই দিতে হবে। চরম সাজা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে সমতাবাদ লঙ্ঘিত হয়েছে বলে মনে করা হবে।

কিন্তু সমতাবাদ সম্পর্কে এই ধারণাকে অনেকে পরম্পরাগত ধারণা বলে মনে করে থাকেন। কারণ কোনো কালের সমাজেই চরম সাজা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা, মানুষের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক প্রভৃতির দিক দিয়ে কিছু কিছু পার্থক্য থাকার কারণে সমান বিষয়ে দিতে পারলেই এবং এই দিকের অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রকৃত সাম্য তত্ত্ব বলে যে, সমানে সমান বিষয় বা সমান সমান ব্যক্তিকে সমান ভাবে বিবেচনা করতেই হবে। সুতরাং সমাজে চরম সাম্য প্রতিষ্ঠার কোনো সুযোগ নেই। নরম্যান ব্যারি বলেন যে, আধুনিক সমতাবাদীরা পরম্পরাগত সমতাবাদ ধারণাকে স্বীকার করেননা, সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠনের পক্ষে হয় যে, সকল ব্যক্তি শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিগত দিক দিয়ে একই রকম হবে ও সমাজের সকল স্তরে ও ক্ষেত্রের সমরূপতা বিরাজ করবে। আধুনিক সমতাবাদ প্রাকৃতিক সাম্যের কথা বলেনা, প্রাকৃতিক সাম্য ধারণার মূল বক্তব্য হল প্রকৃতি বা ভগবান সমস্ত মানুষকে সমান করে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ সমাজ ভেদের মধ্যে কোনোরকম সৃষ্টি করতে পারেনা, বর্তমান সময়ে সমতাবাদী ধারণায় প্রাকৃতিক সাম্যের স্থান নেই। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পুরনো সাম্যের সমতাবাদের স্থান খুবই নগণ্য বলে মনে করা হয়।

আধুনিক সমতাবাদের মূল বক্তব্য হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কতগুলি বিষয়ে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য না থাকাই বাঞ্ছনীয়, সংসারের প্রতিটি নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের মধ্যে এই সমস্ত বিষয়ে বিরাজমান পার্থক্যের অবসান ঘটানো, শিক্ষার গুণগত মানে ~~আনা~~ আমাদের থাকলে তার প্রভাব সমাজের অন্যান্য বিষয়ের ওপর পড়ে। সুতরাং সমাজ যদি সত্যই আমাদের ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষার গুণগত মানে এমন ভাবে প্রবর্তন করতে হবে যাতে শিক্ষার গুণগত মানের কোনো ক্ষেত্রে আমাদের ঘাটতি হয়ে না দাঁড়ায়, অথচ সমতাবাদীরা কল্যাণের কথা বলেন, কোনো কোনো সমতাবাদী বলেন যে, যেহেতু মানুষ কোনো কোনো বিষয়ে সমান, সুতরাং মানুষ অন্যান্য বিষয়েও সমান, অথবা সমান না হলেও সমস্ত মানুষকে সমান বলে মনে করতে হবে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা এইরূপ যুক্তি স্বীকার করেন না, কেউ কেউ সমতাবাদী কল্যাণকে হিংসা-প্রসূত বলে অভিহিত করেন। কারণ সমতাবাদীরা ভাবেন না যে, সমাজের সকল মানুষ আর্থিক সুযোগ-সুবিধার ভোগ করে এবং অন্যান্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং আধুনিক সমতাবাদের মূল দাবি হল সমাজে যে সমস্ত ভালো বা উৎকৃষ্ট জিনিস আছে, সেগুলি সকলের মধ্যে বণ্টিত হোক। আর এই বণ্টনের সময় ন্যায়তাকে সামনে রাখতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমতাবাদী কল্যাণের কেন্দ্রীয় বিষয় হল সমাজ ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সুস্থ ভিত্তির ওপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু সমস্যা হল মানব সমাজ আজ পর্যন্ত কোনো সাম্য অর্জিত হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ সাম্যের জন্য প্রকৃতিকে যেমন নানাবিধের নিয়ন্ত্রণীয় আছে তেমনি

অমানবিকতা

অন্যান্য দেশের তুলনায় এবং পড়োশি দেশের তুলনায় আমরা কি পিছিয়ে আছি। আমি মনে করি যে, নারীদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হলে তারা খুবই এগিয়ে যেতে পারে।